থ্রিলারে তন্বী-মৈনাক

তন্বী লাহা রায় ও মৈনাক ব্যানার্জি

প্রথমবার একফ্রেমে তন্বী লাহা রায় ও মৈনাক ব্যানার্জি। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সব সময়-এ আসছে নতুন সিরিজ 'রুদ্র'। পরিচালনায় অরিন্দম চক্রবর্তী। রহস্যে ভরপুর এই সিরিজের পরতে পরতে রয়েছে চমক। মৈনাক ব্যানার্জি এই সিরিজে অভিনয় করছেন গোয়েন্দা'রুদ্র সেন'-এর চরিত্রে। রহস্যের সমাধানে রুদ্র সেনের সঙ্গী পারমিতা। তন্বীকে দেখা যাবে এই চরিত্রে। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে কয়েক দশক আগের এক অপরাধ, যার ছায়া এখনও বর্তমান। রুদ্র যখন একে একে সব সূত্র মেলাতে শুরু করে, তখন সামনে আসে এমন এক গল্প— যেখানে লুকিয়ে আছে অপরাধবোধ, বিচার আর প্রতিশোধের খেলা। কিন্তু এই ধাঁধার টুকরোগুলো কীভাবে মিলবে আর এই সমস্ত ঘটনার আসল সত্যিটাই বা কী, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে এই সিরিজ।

মৈনাক ব্যানার্জি বলেন, "রুদ্র খুব আলাদা চরিত্র, সত্যি বলতে আগে কখনও এমন চরিত্রে অভিনয় করিনি। অরিন্দম যখন আমাকে গল্পটা শোনায় এবং চরিত্রের বিষয়ে বলে, আমি তখনই রাজি হয়ে যাই। এটা একটা দারুণ ক্রাইম থ্রিলার এবং এর গল্পটা খুব জমজমাট। বিশেষ করে রুদ্রর লুকটা আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। আশা করি দর্শকদেরও খুব ভাল লাগবে।" পরিচালক অরিন্দম চক্রবর্তী বলেন, "রুদ্র একটা দারুণ গোয়েন্দা গল্প, যেখানে শহরের একাধিক রহস্যজনক আত্মহত্যার ঘটনার সঙ্গে গীতার একটি গভীর সংযোগ রয়েছে।" মৈনাক-তন্বী ছাড়াও এই সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌরদীপ রায়, অর্ণা ধর, এবং প্রিয়া মণ্ডল।

তারে ধরি ধরি মনে করি ছাড়ছেন অহনা

মাঝপথেই 'তারে ধরি ধরি মনে করি' ছাড়ছেন অহনা দত্ত! টলিপাড়ার অন্দরে তেমনই খবর ছড়াচ্ছে। মাঝে বেশ কিছুদিন ধরেই ধারাবাহিকে খলনায়িকা কুন্তলিনীকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তখন থেকেই শুরু হয় গুঞ্জন। অহনার কাছ থেকেই খবরের সত্যতা যাচাই করতে আজকাল টেলিভিশন-এর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল। অহনার কথায়, "হ্যাঁ, তারে ধরি ধরি মনে করি ছেড়েছি। আমার মনে হল আর এই মেগা করব না, তাই ছেড়ে দিলাম। এটা কিন্তু পুরোপুরি আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এর পিছনে কারওর সঙ্গে কোনও মতবিরোধ নেই।" অহনা কি তবে অন্য কোনও কাজে যুক্ত হয়েছেন? অভিনেত্রী জানান, এই মুহূর্তে নতুন কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নেই তাঁর। প্রথম থেকেই এই মেগায় নায়ক-নায়িকার পাশাপাশি খল চরিত্র কুন্তলিনীকে দর্শক দারুণ পছন্দ করেছিলেন। স্টার জলসার ধারাবাহিক 'অনুরাগের ছোঁয়া'য় মিশকা চরিত্রে অভিনয় করে দর্শক মহলে পরিচিতি পেয়েছিলেন অহনা। এই চরিত্রই তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। নতুন চরিত্র, গল্পের নতুন মোড় সব মিলিয়ে 'কুন্তলিনী'র চরিত্রেও বাজিমাত করেছিলেন অহনা।

অহনা দত্ত

বক্সিং কোচ যশ

এক মহিলা বক্সারের গল্প নিয়ে আসছে নতুন বাংলা সিরিজ। নাম, 'আপারকাট'। অনির্বাণ মল্লিকের পরিচালনায় এই সিরিজের মুখ্য তিন চরিত্রে দেখা যাবে যশ দাশগুপ্ত, কৌশানী মুখার্জি ও বিবৃতি চ্যাটার্জিকে। গল্পে কৌশানীকেই দেখা যাবে মহিলা বক্সারের চরিত্রে। তাঁকে তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিতে দেখা যাবে যশকে। অর্থাৎ কৌশানীকে বক্সিংয়ের ট্রেনিং দেবেন যশ অভিনীত চরিত্রটি। অন্যদিকে, যশের প্রাক্তনের চরিত্রে থাকবেন অভিনেত্রী বিবৃতি চ্যাটার্জি। তাঁর চরিত্রটিকে কখনও ফেলে আসা সময়ে, কখনও আবার বর্তমানে যশের ভাবনায় দেখা যাবে। গল্প অনুযায়ী কৌশানী ও যশের কোনও 'লাভ অ্যাঙ্গেল' নেই। গুরু-শিষ্যার চরিত্রেই থাকবেন তাঁরা। তবে এই প্রথমবার যশ ও বিবৃতিকে জুটি হিসেবে দেখবেন দর্শক।

যশ দাশগুপ্ত

জানা যাচ্ছে, এই সিরিজের জন্য যশের লুকেও বিরাট পরিবর্তন আনা হবে। অন্যদিকে, নিজেকে বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছেন কৌশানী।

খবর, এখনও পর্যন্ত শুটিং শুরু হয়নি , চলতি বছর পুজোর পরেই নাকি জোরকদমে শুটিং শুরু করার কথা পরিচালক অনির্বাণ মল্লিকের।

পর্দা-পারেই ইচ্ছেপূরণ

আরজি কর-কাণ্ডের ছায়ায় নতুন সিরিজ। কতটা ধাক্কা দিল অজেয়া: স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স? দেখলেন পরমা দাশগুপ্ত

দু'বছর আগে সে-ও ছিল এক আগস্ট মাস। কলকাতার ঘুম কেড়েছিল আরজিকর হাসপাতালে উদ্ধার হওয়া এক জুনিয়র চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত, রক্তে ভাসা দেহ। 'অভয়া'র এমন বীভৎস পরিণতির বিচার চেয়ে প্রতিবাদে-আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল এ শহর। রাজ্য, দেশের সীমা পেরিয়ে যার ঢেউ ছুঁয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্বকে। তবু যে সুবিচার আজও অধরাই রয়ে গিয়েছে পরিবার এবং সহমর্মীদের। সেই ভয়াবহ ঘটনার ছায়াতেই গড়া হইচইয়ের নতুন সিরিজ 'অজেয়া: স্পেশাল টাস্ক ফোর্স'। যে কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে এক তরুণী চিকিৎসক একই রকম নৃশংসতার শিকার। বাস্তবের দুর্নীতি-অশুভ আঁতাতের চিত্র পর্দায় তুলে এনে যাকে সুবিচারের পথে এগিয়ে দিয়েছেন পরিচালক-কাহিনিকার অয়ন চক্রবর্তী এবং সহ-কাহিনিকার শর্বরী ঘোষাল। গল্পে সি এম দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার দেবপর্ণা বিশ্বাস (শিরিন পাল)। ২৭ আগস্ট ভোরে হাসপাতালের মিটিং রুমে তাকে পাওয়া যায় অর্ধনগ্ন, নিথর দেহে। সারা গায়ে অজস্র আঘাতের চিহ্ন। হাত-পা-কোমর ভাঙা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। ঘটনার তদন্তে গড়া হয় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, যার নেতৃত্বে এসিপি দামিনী সেনগুপ্ত (সোহিনী সরকার)। সঙ্গে তরুণ তুর্কি অফিসারের দল— ভাস্কর (ইন্দ্রাশিস রায়), অয়ন্তিকা (রুকমা রায়), জয়ন্ত (মৈনাক ব্যানার্জি) ও সুব্রত (সাগ্নিক) এবং এথিক্যাল হ্যাকার শাহিদ (অভ্যুদয় দে)। সি এম দত্ত হাসপাতাল থেকে গোটা কলকাতা, জুনিয়র ডাক্তার থেকে চিকিৎসক মহল, ক্রমশ বাড়তে থাকে প্রতিবাদের আঁচ।

ঘটনার একদিনের মাথায় স্থানীয় থানার হাতে গ্রেফতার হয়েছিল সিভিক ভলান্টিয়ার বিজন দত্ত (শৌনক কুণ্ডু)। জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে-ই একমাত্র অপরাধী। এদিকে প্রথমদিন থেকেই এসটিএফ-এর তদন্তে উঠে আসতে থাকে একের পর এক অসঙ্গতি। পাল্লা দিয়ে আসতে থাকে বাধা, বাড়তে থাকা প্রভাবশালীর চাপ। অসহযোগিতা আসতে থাকে কলেজের প্রিন্সিপাল (সুদীপ মুখার্জি), কার্ডিওলজি-র বিভাগীয় প্রধান (শুভ্রজিৎ দত্ত), দেবপর্ণার রিসার্চ গাইড (অনিমেষ ভাদুড়ী), প্রভাবশালী আর এক অধ্যাপক (দেবনাথ চ্যাটার্জি)-সহ অন্যদের এবং সহপাঠী-জুনিয়রদের তরফেও। ধন্দ যত বাড়ে, ততই যেন জেদ বাড়তে থাকে দামিনী ও তার দলের। প্রথমদিনে একে অন্যকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা দলটা আরও শক্ত করে জোট বাঁধতে থাকে রোজ, বাড়িয়ে দিতে চায় একে অন্যের মনোবল। তার জোরেই একটু একটু করে ধরা দিতে থাকে দুর্নীতি আর আঁতাতের অশুভ চক্রের ইঙ্গিত। যে প্রশ্নটা ক্রমশ সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তা হল সত্যিই কি ধর্ষণ-খুনেই এমন পরিণতি 'অজেয়া'র। নাকি নেপথ্যে রয়েছে আরও বড় কোনও চক্রান্ত? দামিনীর টাস্ক ফোর্স কীভাবে উপড়ে নিয়ে আসবে গভীরে শিকড় ছড়ানো সত্যিগুলোকে? তা নিয়েই এগিয়েছে আট পর্বের এই সিরিজ। বাস্তবের 'অভয়া'র শোচনীয় পরিণতি এবং তার তদন্ত-বিচার ঘিরে গড়িমসি, হাজারো ধন্দের ঘা এখনও মানুষের মনে দগদগে। সুবিচার না পাওয়া হতাশার জ্বালা আজও যন্ত্রণা দেয় অনেককেই। এ সিরিজ দেখতে বসে তাই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, একের পর এক মুহূর্ত নাড়া দিয়ে যায় বুকের ভিতর। 'অজেয়া'র উপরে অত্যাচারের দৃশ্য দেখতে দেখতে শিউরে উঠতে হয়। গা ঘিনঘিন করে ওঠে অপরাধ-দুর্নীতির বিশদ বর্ণনায়। এমনিতেই যে অস্থির সময়ে আজ সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে এতটা গভীরে গিয়ে অপরাধের দৃশ্যায়ন যেন আরও বেশি করে ধাক্কা দিয়ে যায়। বাস্তবের ঘটনার স্মৃতি তাজা হয়ে ওঠে পলকে। এ সিরিজ দেখার আগে তাই নিঃসন্দেহে বেশ খানিকটা মানসিক প্রস্তুতি জরুরি। পর্দার কাহিনিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে দুরন্ত অভিনয়। বাস্তবের আন্দোলনে নিয়মিত মুখ ছিলেন সোহিনী। এ সিরিজে তাঁকে দেখে মনে হয় যেন বাস্তবের না-পাওয়াগুলোকে পর্দায় পূরণ করে নিতে প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন প্রত্যেক মুহূর্তে। লড়াকু অফিসারের প্রাণপণ সত্যসন্ধানে ইন্দ্রাশিসও একই পথের পথিক। নির্লিপ্ত মুখে, আপসহীন জেদে ভীষণরকম জীবন্ত লাগে তাঁকে। পাল্লা দিয়ে রুকমা, মৈনাক কিংবা সাগ্নিকও ততটাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেন। দেবপর্ণার প্রাণবন্ততা থেকে অসহায়তা, মিষ্টি মেয়ে থেকে আপস করতে না চাওয়া সাহসী চিকিৎসক— পুরো সফরটাতেই নিখুঁত লাগে শিরিনকে। কলেজের প্রিন্সিপাল এবং অধ্যাপকদের দলে সুদীপ, শুভ্রজিৎ, অনিমেষ, দেবনাথরা প্রত্যেকে নজর কাড়েন যে যাঁর মতো করে। দামিনীর আইএএস স্বামীর সংক্ষিপ্ত চরিত্রে ভাল লাগে ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীকেও।

আলাদা করে যাঁর কথা বলতে হয়, তিনি শৌনক। বিজনের চরিত্রে যাঁকে দেখে কখনও অস্থির লাগে, কখনও ঘিনঘিন করে ওঠে গা। চোখের ভাষা থেকে বডি ল্যাঙ্গোয়েজ, স্ক্রিন পরিসরে সবেতেই যেন জাত চিনিয়ে দিয়েছিন অভিনেতা। আর হ্যাঁ, জেন-জি হ্যাকারের চরিত্রটাও দারুণ। গুরুতর অপরাধের গুরুগম্ভীর পরিস্থিতিতে যার হাত ধরে খানিকটা হাল্কা মেজাজ বুনে দিয়েছেন পরিচালক-কাহিনিকার। বাস্তবে 'অভয়া'র সুবিচার এখনও অধরা। ঠিক কী ঘটেছিল সেই রাতে, কে বা কারা কীভাবে জড়িয়েছিল সেই ঘটনায়— তার সমস্ত সত্যি, সমস্ত তথ্য সঠিক ভাবে জানার সুযোগ ঘটেনি। প্রশাসনের তরফে তা নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যার অপেক্ষা জারি আজও। তাই বোধহয় পর্দায় 'অজেয়া'র পরিণতির তদন্ত সঠিক পথে এগোতে দেখা, অন্ধকারের আড়াল পেরিয়ে সত্যিগুলো বেরিয়ে আসা তৃপ্তি দেয়। এ সিরিজের সার্থকতা সেখানেই।

ওয়েব ওয়েভ

সিরিজ অজেয়া: স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স-এর দৃশ্য

তথ্য সঙ্কলন: শ্যামশ্রী সাহা, স্নিগ্ধা দে

পंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon!

২৪.০৯.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ই-মেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ২৪.০৯.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ [সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত বিশদ তথ্য
১.	**শাখা অফিস: ০৭৪০১০- রানিগঞ্জ** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স রঘুনাথচক সি এস শপ** **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **১. মেসার্স রঘুনাথচক সি এস শপ** **প্রোপ্রাইটর: মিসেস ভাগ্যলক্ষ্মী রায়**, স্বামী- প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃঅঃ- বল্লভপুর, রানিগঞ্জ- ৭১৩৩২৩ **২. মিসেস ভাগ্যলক্ষ্মী রায় (প্রোপ্রাইটর)**, স্বামী- প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃঅঃ- বল্লভপুর, রানিগঞ্জ- ৭১৩৩২৩ **৩. শ্রী চন্দ্র নারায়ণ রায়**, পিতা- প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃঅঃ- বল্লভপুর, রানিগঞ্জ- ৭১৩৩২৩ **৪. শ্রী সূর্য নারায়ণ রায়**, পিতা- প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোঃঅঃ- বল্লভপুর, রানিগঞ্জ- ৭১৩৩২৩	সম্পত্তি নং ১: নিম্নোক্ত আবাসিক সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- রঘুনাথচক, জে এল নং ২৬, এল আর খতিয়ান নং ১৫০, ৪৫৯, ৭৬৫ ও ৮২০, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৫৯ (অংশ), জমির পরিমাপ ১০ কাঠা ১ ছটাক, বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, ২০১২ সালের দলিল নং ৬০১১ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী শ্রী সূর্য নারায়ণ রায়, পিতা- প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায় এবং শ্রী চন্দ্র নারায়ণ রায়, পিতা- প্রয়াত বিজয় নারায়ণ রায়। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** সম্পত্তি নং ২: নিম্নোক্ত আবাসিক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- সাহেবগঞ্জ, থানা- রানিগঞ্জ, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, জে এল নং ২৫, এল আর খতিয়ান নং ৪২৫/১, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৪২৪, মোট জমি ৩৪ শতক, ২০১৫ সালের দলিল নং ৬৭৬১ এবং ২০১৫ সালের দলিল নং ৬৭৬২ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী ভাগ্যলক্ষ্মী রায়, সূর্য নারায়ণ রায় ও চন্দ্র নারায়ণ রায়। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** সম্পত্তি নং ৩: নিম্নোক্ত আবাসিক জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- সাহেবগঞ্জ, জে এল নং ২৫, আর এস খতিয়ান নং ৫৯৮, প্লট নং ৪২৫, জমির পরিমাপ ১০.৫০ কাঠা, উপরিস্থিত আবাসবাড়ির কার্পেট এরিয়া ৩২৭৬ বর্গফুট, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, ২০০৯ সালের দলিল নং ৪২৭৪ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী ভাগ্যলক্ষ্মী রায়, চন্দ্র নারায়ণ রায় ও সূর্য নারায়ণ রায়। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৩.০৫.২০২৩ খ) ১৮.০৭.২০২৩ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৪,৯১,২১,২৫৭.৭৯ (চার কোটি একানব্বই লক্ষ একুশ হাজার দুশো সাতান্ন টাকা এবং উনআশি পয়সা মাত্র), ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী	**সম্পত্তি নং ১** ক) ₹২৪,১২,০০০.০০ খ) ₹২,৪১,২০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ **সম্পত্তি নং ২** ক) ₹৪৬,৮২,০০০.০০ খ) ₹৪,৬৮,২০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ **সম্পত্তি নং ৩** ক) ₹৫৬,১০,০০০.০০ খ) ₹৫,৬১,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৪.০৯.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**শাখা অফিস: ০৩০৪১০- দুর্গাপুর সিবিবি** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স মা লক্ষ্মী রাইস মিল** **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **১. মেসার্স মা লক্ষ্মী রাইস মিল** **অংশীদারগণ:** **ক) মিঃ অমরেশ মণি লাহা খ) মিঃ অশেষ লাহা** **গ) মিঃ অলক লাহা ঘ) মিঃ অনুপ লাহা** **ঙ) অরূপ লাহা** ধারাপাড়া, গুসকরা, বর্ধমান-৭১৩১২৮ **২. মিঃ অলক লাহা**, শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ- রাজবাটি, থানা ও জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪ **৩. মিঃ অমরেশ মণি লাহা**, শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ- রাজবাটি, থানা ও জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪ **৪. মিঃ অনুপ লাহা**, শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ- রাজবাটি, থানা ও জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪ **৫. মিঃ অরূপ লাহা**, শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ- রাজবাটি, থানা ও জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪ **৬. মিঃ অশেষ লাহা**, শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ- রাজবাটি, থানা ও জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪	নিম্নোক্ত কারখানা জমি ও বিল্ডিংয়ের (তৎসহ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ) সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবস্থান: ১) প্লট নং ৩১৯৪, পরিমাপ- ০.৮৮ একর, মৌজা- আলুটিয়া, জে এল নং ১০২, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং: ২৫৪২, ২৫৪৩, উভয়ের বর্ষ ১৯৬৩, দলিল নং: ২৮৪০/১৯৬৬ ও দলিল নং: ৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী অমরেশ মণি লাহার নামে সম্পত্তি; ২) প্লট নং ২৬১৭, পরিমাপ- ০.০৭ একর, মৌজা- আলুটিয়া, জে এল নং ১০২, আর এস খতিয়ান নং ২৪৫, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং: ২৪৫৪/১৯৬৩ এবং নং ৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী অমরেশ মণি লাহার নামে সম্পত্তি; ৩) প্লট নং ৫০৯২, পরিমাপ- ০.০৪ একর, মৌজা- দরিয়াপুর, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং: ৫৪৫১/১৯৭০ ও দলিল নং: ৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী শ্রী অনিমেশ মণি লাহার নামে সম্পত্তি; ৪) প্লট নং ২৬১৫, পরিমাপ- ০.২৪ একর, মৌজা- আলুটিয়া, জেএল নং ১০২, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, রেজিস্টার্ড দানদলিল নং: ৪৪৭/১৯৮৫ অনুযায়ী শ্রী অমরেশ মণি লাহার নামে সম্পত্তি; ৫) প্লট নং ২৬১৪/৩৪৮৪, পরিমাপ- ০.৩২ একর, মৌজা- আলুটিয়া, জেএল নং ১০২, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, দলিল নং ২৮২২/২০১৪ অনুযায়ী শ্রী অশেষ লাহা, অলোক লাহা, অনুপ লাহা, অরূপ লাহার নামে সম্পত্তি; ৬) প্লট নং ২৬১৭, পরিমাপ- ০.১৩ একর, মৌজা- আলুটিয়া, জেএল নং ১০২, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, রেজিস্টার্ড দলিল নং ৭৮০৬/১৯৯৪ অনুযায়ী মা লক্ষ্মী রাইস মিল-এর অংশীদারগণ: অশেষ লাহা, অলক লাহা, অনুপ লাহা, অরূপ লাহার নামে সম্পত্তি। **[সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ২৮.০৮.২০১৮ খ) ১৩.১১.২০১৮ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৪,০৫,৭২,০৩৯.০০ (চার কোটি পাঁচ লক্ষ বাহাত্তর হাজার উনচল্লিশ টাকা মাত্র), ৩০.০৬.২০১৮ অনুযায়ী	ক) ₹৪,১০,৩২,০০০.০০ খ) ₹৪১,০৩,২০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	২৪.০৯.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**শাখা অফিস: ৩১৯৭০০- দুর্গাপুর, নাচন রোড** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স ইউনিভার্সাল পোল্ট্রি ফার্ম** **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **মেসার্স ইউনিভার্সাল পোল্ট্রি ফার্ম** **প্রোপ্রাইটর: উৎপল মুখার্জি** পিতা- শঙ্কর মুখার্জি ঠিকানা: গ্রাম ও পোঃঅঃ- সোনাই, জেলা- বর্ধমান-৭১৩১৪৮ **শঙ্কর মুখার্জি**, পিতা- প্রয়াত গুণময় মুখার্জি, গ্রাম ও পোঃঅঃ- সোনাই, জেলা- বর্ধমান-৭১৩১৪৮ **উৎপল মুখার্জি**, পিতা- শঙ্কর মুখার্জি, গ্রাম ও পোঃঅঃ- সোনাই, জেলা- বর্ধমান-৭১৩১৪৮	দলিল নং: ১০৬১/২০১১ অনুযায়ী শঙ্কর মুখার্জি-এর স্বত্বাধীনে গ্রাম ও পোঃঅঃ- সোনাই, কোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা- বুদবুদ, মৌজা- সোনাই, জেলা- বর্ধমানে অবস্থিত এবং জে এল নং-৬, খতিয়ান নং ১৫০৩, এল আর খতিয়ান নং ১৭৯৬, আর এস এবং এল আর প্লট নং ১০৬৩ সংবলিত ১৮ শতক মাপের এবং সোনাই-তে ২০ ফুট চওড়া গ্রামীণ রাস্তার পাশে পোল্ট্রি ফার্মের জমি ও কাঠামোর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৭.০৪.২০১৬ খ) ২৩.০৬.২০১৬ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৬০,৭৯,৮০২.০০ (ষাট লক্ষ উনআশি হাজার আটশো দুই টাকা মাত্র), ৩১.০৩.২০১৬ অনুযায়ী	ক) ₹২৪,৩৫,০০০.০০ খ) ₹২,৪৩,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৪.০৯.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪.	**শাখা অফিস: ০১৫৮০০- দুর্গাপুর ভিরিঙ্গি** **অ্যাকাউন্টের নাম: সুচরিতা ঘোষ** **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **১. শ্রীমতী সুচরিতা ঘোষ**, স্বামী- সঞ্জয় কুমার ঘোষ, ১১/৬, রবীন্দ্র সরণি, 'ডি' জোন, শ্রীনগরপল্লী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর- ৭১৩২১৩ **২. শ্রী সঞ্জয় কুমার ঘোষ**, পিতা- প্রয়াত সুনীল ঘোষ, ১১/৬, রবীন্দ্র সরণি, 'ডি' জোন, শ্রীনগরপল্লী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর- ৭১৩২১৩	তিনতলা বাড়ি সমেত নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: শ্রীনগরপল্লী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর- ৭১৩২১৩, ডিএমসি হোল্ডিং নং ৯৮, ওয়ার্ড নং ২০, মৌজা- ভিরিঙ্গি, জে এল নং ৬৮, খতিয়ান নং ১৩০১, প্লট নং ১৬৭৫, পরিমাপ ৬.০০ ডেসিমেল, ২০০৭ সালের দলিল নং ২১৩৮ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা সুচরিতা ঘোষের নামে। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ১৮.০৪.২০১৬ খ) ১২.১০.২০২৩ (প্রতীকী দখল) গ) ₹৭৫,৮৪,১৭৫.০০ (পঁচাত্তর লক্ষ চুরাশি হাজার একশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র), ৩১.০৩.২০১৬ অনুযায়ী	ক) ₹৮২,১২,০০০.০০ খ) ₹৮,২১,২০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	২৪.০৯.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫.	**শাখা অফিস: ৩১৯৭০০- দুর্গাপুর, নাচন রোড** **অ্যাকাউন্ট: মেসার্স সিনার্জি এগ্রি প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড** **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **১. মেসার্স সিনার্জি এগ্রি প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড**, গ্রাম- বারগড়িয়া, পোঃঅঃ- ধাবনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ **২. মিঃ ফ্রান্সিস অ্যান্টনি**, এমএনএভি-৪৯, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩১২